দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB. 3 .. 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইমেলাঃ সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

কৈলাস সরকার ॥ নতুন আঙ্গিকে, পরিচ্ছন্ন রুচিশীল বইয়ের সমন্বয়ে অমর একুশের চেতনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বাংলা একাডেমির অমর একুশের মাসব্যাপী বইমেলার সমস্ত আয়োজন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি হতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এ মেলা। মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের বইমেলা পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল, ঝামেলামুক্ত ও আধুনিক করা হচ্ছে। এজন্য শুধুমাত্র একাডেমি প্রাঙ্গণে মেলা বসবে। বইয়ের স্টলও একাডেমি প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকবে। বইয়ের স্টল নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

প্রথমে ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে মেলা শুরুর কথা থাকলেও পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ তা পরিবর্তন করে ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে করার উদ্যোগ নেন। এ মেলা চলবে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এবারের মেলা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতি। আর ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মেলার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে প্রতিদিন বিকেলে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও আলোচনা সভার আয়োজন রয়েছে। মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১০টায়।

স্টল বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার ব্যাপক নতুনত্ব আনা হয়েছে। এবার শুধুমাত্র প্রকাশকদেরকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত প্রকাশক রুচিশীল ও মানসম্মত বই প্রকাশ করেন কেবলমাত্র তাদেরকেই এবার স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফলে এবার অনেক প্রকাশক বিমুখ হয়ে ফিরে গিয়েছেন। একাডেমি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এবার মোট ২শ'টি প্রতিষ্ঠানকে ২শ'টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২শ'টি স্টলে মোট ৩১৩টি ইউনিট রয়েছে। কোন বিদেশী প্রকাশক এবং বিদেশী বই এবারের মেলায় থাকছে না।

মেলাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য মেলার মধ্যে শুধুমাত্র বই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে কোন ক্যাসেট, খাবার বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মেলার মধ্যে কোন ক্যাসেট, মাইক, মাইক্রোফোন বা স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে বা ভিতরে যুবকরা যাতে মহিলাদের উপদ্রব না করতে পারে এ জন্য শান্তি শৃংখলারক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। রাস্তায় যাতে যানজট লেগে না থাকে এবং মেলার পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় এজন্য সিটি কর্পোরেশন এবং ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতার আবেদন জানানো হচ্ছে। মেলার ভিতর ধূলা নিবৃত্ত করার জন্য পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা হবে। মেলার যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য থাকবে তথ্য সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা। কম্পিউটারের মাধ্যমে এবার তথ্য সংগ্রহ করে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য থাকবে একটি স্ক্রিন। এই স্ক্রিনের মধ্যে যাবতীয় তথ্য ভেসে উঠবে। মেলায় আসা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য থাকবে পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা। সমগ্র মেলাব্যাপী স্পিকারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহেরও ব্যবস্থা থাকবে। আরো থাকবে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। মেলার মধ্যে কোন খাবার দোকান থাকবে না। তবে আগতদের খাবার সুবিধার্থে একাডেমি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কয়েকটি মোবাইল রেস্টুরেন্ট বসানো হবে মেলার সামনের উদ্যানের মধ্যে। এখানে বসারও ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন জানান, অমর একুশে বইমেলা আমাদের অহংকার, এ মেলা আমাদের সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সকলের দায়িত্ব। বাংলা একাডেমি যে আয়োজন প্রতিবছর করে আসছে তা অব্যাহত রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য। তিনি বলেন, এ মেলাটি যাতে কোন বারোয়ারি মেলায় রূপান্তরিত না হয় তার জন্য দৃষ্টি দেয়া উচিত। কেননা এ মেলাটি আমাদের রুচিশীল সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, মেলায় স্টল বরাদ্দ পাওয়ার জন্য অনেকেই আবেদন করেছিল। কিন্তু এবারে রুচিশীল বইয়ের প্রকাশকদের [illegible] মাধ্যমে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আবেদনকারীদেরকে সাথে [illegible] হয়েছিল। বইয়ের মধ্যে কুরুচিপূর্ণ বা অশালীন কিছু আছে কিনা [illegible]